“আল্লাহ কখনো নিদ্রা যান না। নিদ্রিত হওয়া তার সাজেও না

আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন , একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে দাড়িয়ে পাঁচটি কথা বললেন : “আল্লাহ কখনো নিদ্রা যান না। নিদ্রিত হওয়া তার সাজেও না। তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে মীযান (দাড়িপাল্লা) নামান এবং উত্তোলন করেন। দিনের পূর্বেই রাতের সকল আমল তার কাছে পেশ করা হয়। রাতের পূর্বেই দিনের সকল আমল তার কাছে পেশ করা হয়। তিনি নূরের পর্দায় আচ্ছাদিত। আবূ বকর-এর আরেক বর্ণনায় لنُّورُ (আলো) এর পরিবর্তে النَّارُ (আগুন) শব্দের উল্লেখ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন , যদি সে আবরণ খুলে দেয়া হয়, তবে তার নূরের আলোচ্ছটা সৃষ্টি জগতের দৃশ্যমান সব কিছু ভস্ম করে দিবে ”।

[সহীহ] [ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন]

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে পাঁচটি পূর্ণ বাক্যে খুতবা (বক্তৃতা) দিয়েছেন, আর সেগুলো হলো : প্রথমত : নিশ্চয়ই মহান ও সম্মানিত আল্লাহ্ ঘুমান না। দ্বিতীয়ত : আল্লাহর নিদ্রা যাওয়া অসম্ভব , কারণ এটি তাঁর নিজে থেকে চিরস্থায়ী থাকা ও তাঁর পরিপূর্ণ জীবনের পরিপন্থী। তৃতীয়ত : তিনি ওজনের পাল্লা নিচে নামান ও উপরে তোলেন, যা দিয়ে বান্দার উর্ধ্বগামী আমল ওজন করা হয় এবং যা দিয়ে জমিনে নেমে আসা তাদের রিযিক ওজন করা হয়; অতএব, রিযিক যা প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত অংশ ও ভাগ , আল্লাহ্ তা কমিয়ে দেন ও সংকুচিত করেন এবং বাড়িয়ে দেন ও প্রশস্ত করেন। চতুর্থত : বান্দাদের যেসব আমল রাত্রিতে করা হয় , তা পরবর্তী দিনের আগেই তাঁর (আল্লাহ্র) নিকট উঠানো হয়; আর যেসব আমল দিনে করা হয়, তা পরবর্তী রাতের আগেই উঠানো হয়। অতএব সংরক্ষণকারী ফিরিশতাগণ রাতের আমলগুলি রাত শেষ হওয়ার পর দিনের শুরুতে উপরে (আল্লাহর নিকট) নিয়ে যান এবং দিনের আমলগুলি দিন শেষ হওয়ার পর রাতের শুরুতে উপরে নিয়ে যান। পঞ্চমত : তিনি (আল্লাহ্) নিজে যে পর্দায় আচ্ছাদিত , যা তাঁকে দেখা থেকে বাধা দেয় — তা হলো নূর অথবা আগুন। যদি তিনি সেই পর্দা সরিয়ে ফেলতেন , তাহলে তাঁর মুখমণ্ডলের জ্যোতির্ময় মহিমা তাঁর দৃষ্টির সীমায় যত সৃষ্টি আছে সবকিছুকে পুড়িয়ে দিত। আর তাঁর মুখমণ্ডলের জ্যোতি বলতে বোঝায় — তাঁর নূর , মহিমা ও সৌন্দর্য। অনুমান হল , যদি তিনি তাঁকে দেখা থেকে যে পর্দা বাধা সৃষ্টি করে — সেই পর্দা সরিয়ে ফেলতেন এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি প্রকাশিত হতেন , তাহলে তাঁর মুখমণ্ডলের জ্যোতির্ময় মহিমা তাঁর দৃষ্টির সীমায় যত সৃষ্টি আছে — সবকিছুকে জ্বালিয়ে -পুড়িয়ে দিত। আর তা হচ্ছে সব সৃষ্টি , কারণ আল্লাহ্র দৃষ্টিশক্তি সমস্ত সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

http://sunnah.global/hadeeth/bn/show/65114